কলিকাতা হাইকোর্ট

মাননীয় **বিচারপতি : শেখর বি. সরাফ, বিচারপতি**

মেসার্স ইউগ্রো ক্যাপিটাল লিমিটেড (পূর্বে চোখানি সিকিউরিটিজ লিমিটেড নামে পরিচিত)
বনাম
রাজ ড্রাগ এজেন্সি

এ পি নং (2022-এর 200), রায় দানের তারিখ - 26/04/2023

(আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট)(1996 সালের 26), ধারা 11(6) (সালিশ ও সমঝোতা আইন), আরবিট্রেটার নিয়োগ-আরবিট্রেবল ডিসপ্যুট-চুক্তির ভিত্তিতে প্রতিবাদী দ্বারা প্রাপ্ত ঋণের পুনরায় পরিশোধে খেলাপি হওয়া সম্পর্কিত বিরোধ যা তাকে মালিকানাধীন সংস্থার ব্যবসা চালানোর এবং তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার অনুমতি দেয়-প্রতিবাদী দ্বারা অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগ আন্তঃপক্ষের মধ্যে বিরোধ উত্থাপন করে-কেবল ফৌজদারি কার্যধারার /মামলার সম্ভাবনা বা অস্তিত্ব, বিরোধকে অ-সালিশযোগ্য করে তুলবে না-আদালত কর্তৃক নিযুক্ত একমাত্র সালিশকারী।

(অনুচ্ছেদ 14,15)

উল্লেখিত মামলাঃ	কালানুক্রমিক অনুচ্ছেদ
এ আই আর অনলাইন 2020 এসসি 929	অনুচ্ছেদ নং (9,12,13)
এআইআর 2020 এসসি (সাপ) 470:এ আই আর অনলাইন 2020 এসসি 691	অনুচ্ছেদ নং (8,11,13)
এ আই আর অনলাইন 2019 এসসি 1046	অনুচ্ছেদ নং (8,10,13)
এ আই আর 2011 এসসি 2507:2011 এ আই আর এস সি ডব্লিউ 3089	অনুচ্ছেদ নং (11)
2010 এ আই আরএস সি ডব্লিউ 4983	অনুচ্ছেদ নং (11)
এ. আই. আর 2010 এস. সি (সাপ) 307:2010 এ. আই আর এস. সি. ডব্লিউ 331	অনুচ্ছেদ নং (12)
এ. আই. আর অনলাইন2012 ডি ই এল 70 অনুচ্ছেদ নং (12)	

আইনজীবীদের নাম

পিটিশনারের পক্ষে রোহিত ব্যানার্জি, শ্রেয়াশী দাস; বিবাদীর পক্ষে তানিশ গেরিওয়ালা, ঈশান সাহা, সানন্দা গাঙ্গুলি।

1.**আদেশঃ- আবেদনকারী,** মেসার্স ইউগ্রো ক্যাপিটাল লিমিটেড। , একটি কোম্পানি যার নিবন্ধিত অফিস রয়েছে ইকুইনক বিজনেস পার্ক, টাওয়ার-2, চতুর্থ তল , অফ বি. কে. সি, এল. বি. এস রোড, কুর্লা, মুম্বাই-400070, মহারাষ্ট্র, ভারতে যার শাখা অফিস রয়েছে 20বি, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, ষষ্ঠ তল, কলকাতা-700069-এ।এটি তার গ্রাহকদের কাস্টমাইজড ঋণ পরিষেবা প্রদানের ব্যবসায় নিযুক্ত।এটি একটি নন-ব্যাঙ্কিং আর্থিক সংস্থা হিসাবে ব্যবসা চালানোর জন্য ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা একটি লাইসেন্স ধারণ করে।

2. বিবাদী নং। 1, রাজ ড্রাগ এজেন্সি, একটি মালিকানাধীন সংস্থা যার ব্যবসার স্থান এম 42, পাহাড়পুর রোড, গার্ডেন রিচ, কলকাতা-700024।এটি ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ওষুধের ব্যবসায় নিযুক্ত।

বিবাদী নং 2 , মিঃ প্রকাশ চন্দ্র গুপ্তা , বিবাদী নং 1 এর মালিক। বিবাদী নং 3, কিরণ গুপ্ত বিবাদী নং- 2 এর নিকটাত্মীয় এবং বিবাদী নং4, শ্রীযুক্ত সৈকত পাল বাকি বিবাদীগনের একজন সহযোগী।

প্রাসঙ্গিক তথ্য

3. 28 **শে** ফেব্রুয়ারী, 2000 তারিখে, একটি চুক্তির মাধ্যমে, বিবাদী নং 2 দ্বারা বিবাদী নং 4 কে ব্যবসা পরিচালনা এবং চালানোর ভার দেওয়া হয়েছিল। বিবাদী নং 4-কে ওষুধের ব্যবসা চালানোর জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং অন্যান্য সমস্ত লাইসেন্স এবং অনুমতি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

4. বিবাদীগন 2020 সালের 28শে নভেম্বর তারিখের একটি চুক্তির অধীনে আবেদনকারীর কাছ থেকে সুদ সহ পরিশোধযোগ্য ক্রেডিট সুবিধা পেয়েছিলেন [এরপরে 'চুক্তি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে]।আবেদনকারী 28শে নভেম্বর 2020 তারিখে 25,45,000 টাকার ঋন বৈদ্যুতিন স্থানান্তর তহবিলের মাধ্যমে বিবাদী নং- 1 এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়েছিলেন যাহা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্কে আছে।

5. 25,45,000 টাকার ক্রেডিট সুবিধা, চুক্তি অনুযায়ী ঋণগ্রহীতাদের কাছে অগ্রিম দেওয়া হয়েছিল, যা প্রতি বছর 19.5 % ভাসমান সুদের হারে 36 মাসের মধ্যে পরিশোধযোগ্য ছিল।প্রতি মাসে প্রদেয় কিস্তির সম্মত পরিমাণ ছিল 93,934 কোটি টাকা যা 2021 সালের 10ই জানুয়ারি থেকে 2023 সালের 10ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কার্যকারী থাকবে।

6. বিবাদীগন (ECS) ইসিএস-এর মাধ্যমে সুদ দিতে শুরু করেছিলেন। 2021 সালের 10ই সেপ্টেম্বর, ইসিএস অস্বীকৃত হয়েছিল কারণ বিবাদীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্লক করা হয়েছিল।আবেদনকারীরা পেমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট সিস্টেম অ্যাক্ট, 2007-এর 25 ধারার অধীনে 7ই অক্টোবর, 2021 তারিখে নোটিশ জারি করে বিধিবদ্ধ সময়ের মধ্যে উক্ত অস্বীকৃত বৈদ্যুতিক তহবিল স্থানান্তরের (ECS) অর্থ প্রদানের দাবি জানায়।প্রতিবাদীগন কিস্তি পরিশোধে খেলাপি হয়েছিলেন এবং তাই ঋণ প্রত্যাহার করা হয়েছিল।

7. আবেদনকারী আরবিট্রেশন অ্যান্ড কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট, 1996-এর ধারা 9-এর অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের জন্যে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন [এরপরে 'আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে] যথা এ . পি.39 অফ 2022।আদালত 2রা মার্চ, 2022 তারিখের আদেশের মাধ্যমে বিবাদীগনের সম্পত্তি এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 24, 40, 945.51 টাকা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা জারি করে ।বিবাদীগন এই আদেশের বিরুদ্ধে একটি আপীল (এ পি ও নং 62 অফ 2022) দাখিল করেন যা অমীমাংসিত রয়েছে।এরপরে, আবেদনকারী সালিসকারী নিয়োগের জন্য আইনের 11 নং ধারার অধীনে একটি আবেদন করেন যথা এ.পি. 200 অফ 2022 ।

প্রতিযুক্তি

8.আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে শ্রী রোহিত ব্যানার্জি নিম্নলিখিত বক্তব্য পেশ করেন।_

a) নোটিশ পাওয়া সত্ত্বেও, বিবাদী ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ প্রদান না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং মাসিক কিস্তি প্রদানের মূল বাধ্যবাধকতা থেকে সরে এসেছেন।

b) বিবাদী নং 2 এবং 3, বিবাদী নং 4 - এর বিরুদ্ধে আনা 18.09.2021 তারিখের একটি F.I.R এর উপর নির্ভর করেছে যার বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে।এই ধরনের নথি অপ্রাসঙ্গিক, অভ্যন্তরীণ এবং বিবাদীগনের বাধ্যবাধকতা পালন করে না।আবেদনকারী নং 1 চুক্তির মাধ্যমে আবেদনকারীর কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করেছে যেখানে বিবাদীগন নং 2 থেকে 4 কে তাদের স্বাক্ষর সহ ঋণগ্রহীতা হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।চুক্তিতে স্পষ্টভাবে একটি সালিশ ধারা রয়েছে এবং তাই বিষয়টি সালিশের জন্যে পাঠানো উচিত।

c) বিবাদীগন তাদের সুবিধার জন্য চুক্তিটিকে আংশিক রুপে নিতে পারে না এবং প্রাপ্ত সমস্ত ক্রেডিট সুবিধা পরিশোধ করার বাধ্যবাধকতা থেকে প্রত্যাহার করতে পারে না।

d) জালিয়াতির অভিযোগ এমন নয় যে এই আদালতের সালিসকারী নিয়োগের ক্ষমতা কমে যাবে।রশিদ রাজা বনাম সাদফ আখতার (2019) 8 এসসিসি 710 মামলাটির উপর নির্ভর করা হয়েছিল।

(এ **আই আর অনলাইন 2019** এসসি 1046) এবং অ্যাভিটেল পোস্ট স্টুডিওজ লিমিটেড বনাম এইচএসবিসি পিআই হোল্ডিংস (মরিশাস) লিমিটেড (2021) 4 এসসিসি 713:(এ. আই. **আর 2020 এস. সি (সাপ)** 470)।

9.বিবাদী পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী মিঃ তানিশ গেরিওয়ালা নিম্নলিখিত বক্তব্য রেখেছেন_

a) আবেদনকারীর জারি করা অনুমোদন পত্রে বিবাদী নং 2 এবং 3 স্বাক্ষর করেননি। [এরপরে বিবাদী উত্তরদাতা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে] এবং নথিতে থাকা স্বাক্ষরগুলি স্পষ্ট জালিয়াতি।বিবাদীগনের চুক্তি সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না এবং তারা কোনওভাবেই এর শর্তাবলী মেনে চলতে রাজি হয়নি।

b) বিবাদী নং 4 স্বীকার করেছে যে সে বিবাদী নং -2-এর অবস্থার অযথা সুযোগ নিয়েছিলেন এবং বিবাদী উত্তর দাতাদের কোনরূপ সম্মতি ছাড়াই বিবাদী নং-1 এর নামে বিবিধ ঋণ নিয়েছিলেন।

c) মেটিয়াব্রুজ থানা পরিদর্শক, এ.সি.জে.এম আলিপুর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, ইউগ্রো ক্যাপিটাল স্বাক্ষর যাচাইয়ের জন্য মূল ঋণ চুক্তটি দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

d) বিবাদী উত্তর দাতাগণ আবেদনকারীর কাছ থেকে কোনও অর্থ পাননি এবং বিবাদী নং 4 দ্বারা অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।বিবাদী উত্তর দাতাগণ চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ নয় এবং সেই অনুযায়ী বিবাদী নং- 4 এর প্রতারণামূলক এবং বেআইনী কাজের জন্য দায়বদ্ধ হতে পারে না।

e) সালিসি চুক্তির অস্তিত্বই জালিয়াতির দ্বারা বিঘ্নিত হয় কারণ সালিশ ধারা অনুযায়ী বিবাদী নং- 4 এর চুক্তিতে প্রবেশ করা একটি জালিয়াতি পূর্ণ কাজ, যা চুক্তিটিকে বাতিল করে দেয়।অতএব, আবেদনটি গ্রহণযোগ্য নয় এবং জালিয়াতির দ্বারা কলুষিত সালিশ চুক্তির

ভিত্তিতে কোন প্রকার সালিশের উল্লেখ এগিয়ে যেতে পারে না।

f) চুক্তিটিকে অবৈধ ঘোষনা করার জন্যে   মাননীয় সিটি সিভিল কোর্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে যার নম্বর সিএস নং 1544 অফ 2021।

g) এই মহামান্য আদালত আইনের 11 ধারার অধীনে কোনও সালিসকারী নিয়োগ করতে বা উল্লিখিত আবেদনে চাওয়া কোনও অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ (গুলি) পাস করার জন্য তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না কারণ কোনও সালিশ জালিয়াতির দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে অকার্যকর একটি চুক্তি থেকে এগিয়ে যেতে পারে না এবং এমন পরিস্থিতিতে যেখানে বিষয়টি অ-সালিশযোগ্য।বিদ্যা দ্রোলিয়া এবং অন্যান্য বনাম দুর্গা ট্রেডিং কর্পোরেশন (2021) 2 এসসিসি 1 মামলাটির উপর নির্ভর করা হয়েছিল।(এ. আই. আর.   অনলাইন **2020 এস. সি 929)** উক্ত প্রস্তাবের জন্য।

বিশ্লেষণ

10.রাশিদ রাজার (এ. আই. আর. এনলাইন 2019 **এস. সি 1046) (পূর্বোক্ত**) মামলায় সুপ্রিম কোর্ট সালিসকারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে জালিয়াতির অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য   দ্বিস্তরে পরীক্ষা করা হয়েছিল।   প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি নীচে উদ্ধৃত করা হয়েছেঃ_

'4।এই আবেদনে বর্ণিত আইনের নীতিগুলি "সাধারণ অভিযোগের" পরিবর্তে জালিয়াতির আবেদনের সমর্থনে জালিয়াতি গুরুতর অভিযোগের মধ্যে পার্থক্য করে।25 নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত দুটি কার্যকরী পরীক্ষা হলঃ(1) এই আবেদনটি কি সমগ্র চুক্তি এবং সর্বোপরি, সালিশ চুক্তিকে ব্যাপ্ত করে, এটিকে অকার্যকর করে তোলে, অথবা (2) জালিয়াতির অভিযোগগুলি পক্ষগুলির অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলিকে স্পর্শ করে কিনা যার কোনও প্রভাব পাবলিক ডোমেনে নেই।

শীর্ষ আদালত ঘোষণা করেছে যে, যদি উপরের দুটি পরীক্ষার মধ্যে যে কোনও একটির উত্তর ইতিবাচক হয়, তবে সালিশের রেফারেন্স অবশ্যই অস্বীকার করা উচিত।

11.উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলি অ্যাভিটেল পোস্ট স্টুডিওজ লিমিটেড (এ. আই. আর 2020 এস. সি (সাপোর্ট) 470) (উপরে)-এ সুপ্রিম **কোর্ট দ্বারা আরও ব্যাখ্যা করা** হয়েছিল।রায়ের প্রাসঙ্গিক অংশটি নীচে পুনরুত্পাদন করা হল।

–

'35এই রায়গুলির পরে, এটা স্পষ্ট যে "জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগ" তখনই উত্থাপিত হয় যখন নির্ধারিত দুটি পরীক্ষার মধ্যে একটি সন্তুষ্ট হয়, অন্যথায় নয়।প্রথম পরীক্ষাটি তখনই সন্তুষ্ট হয় যখন এটি বলা যায় যে সালিশ ধারা বা চুক্তিটি নিজেই একটি স্পষ্ট মামলায় বিদ্যমান বলে বলা যায় না যেখানে আদালত খুঁজে পায় যে, যে পক্ষের বিরুদ্ধে লঙঘনের অভিযোগ আনা হয়েছে তাকে সালিশ সম্পর্কিত চুক্তিতে প্রবেশ করেছে বলে বলা যায় না।দ্বিতীয় পরীক্ষাটি এমন মামলাগুলিতে সন্তুষ্ট হয়েছে বলে বলা যেতে পারে যেখানে রাষ্ট্র

বা তার স্বেচ্ছাচারী, প্রতারণামূলক বা খারাপ আচরণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়, এইভাবে একটি রিট আদালত দ্বারা মামলার শুনানি প্রয়োজন হয় যেখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যা মূলত চুক্তি থেকে উদ্‌ভূত প্রশ্ন বা তার লঙ্ঘন নয়, বরং জন আইন ক্ষেত্র থেকে উদ্‌ভুত প্রশ্ন।

জোর দেওয়া হল

আদালত বিরোধের সালিশের উপর ফৌজদারি মামলার সম্ভাবনা বা অস্তিত্বের পরিণতি সম্পর্কেও বিশদ ব্যাখ্যা করেছে।প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদটি নিচে উদ্‌ধৃত করা হল_

'43উপরোক্ত রায়ের আলোকে, বুজ অ্যালেনের এফকনস [এফকনস ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম চেরিয়ান ভার্কি কনস্ট্রাকশন কোং (পি) লিমিটেড, (2010) 8 এস. সি. সি 24: (2010) 3 এস. সি. সি (সি. আই. ভি) 235]: (2010 এ. আই. **আর এস. সি. ডব্লিউ** 4983) এবং অনুচ্ছেদ 36 (আই) [বুজ অ্যালেন এবং হ্যামিল্টন ইনকর্পোরেটেড বনাম এস. বি. আই হোম ফাইন্যান্স লিমিটেড, (2011) 5 এস. সি. সি 532: (2011) 2 এস. সি. সি (সি. **আই. ভি) 781]: (এ.** আই. আর 2011 এস. সি 2507)-এর অনুচ্ছেদ 27 (vi) এখন অবশ্যই রাইডারের সাপেক্ষে পড়তে হবে যে একই তথ্যের সেট দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যধারার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং যদি এটি স্পষ্ট হয় যা চুক্তি আইনের 17 ধারার অধীনে এই ধরনের কার্যধারার বিষয় হতে পারে, এবং/অথবা প্রতারণার নির্যাতন, নিছক এই সত্য যে একই বিষয়ের ক্ষেত্রে ফৌজদারি কার্যধারা চালু করা যেতে পারে বা করা যেতে পারে, এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না যে অন্যথায় সালিশযোগ্য কোনও বিরোধ তা বন্ধ হয়ে যায়।

12. প্রতিবাদীগন পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী মিঃ তানিশ গেরিওয়ালা, বিদ্যাদ্রোলিয়া (এ. আই. আর. অনলাইন 2020 এস. সি **929) (উপরে)-এর উপর নির্ভর** করে বলেন যে, চুক্তির বৈধতা সম্পর্কিত জালিয়াতির গুরুতর অভিযোগের কারণে এই বিষয়টি আপসযোগ্য নয়, যা সালিশ ধারাও বহন করে। অতএব, বিদ্যা দ্রোলিয়ার (উপরে) কিছু অনুচ্ছেদের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক, যা নীচে উদ্‌ধৃত করা হল –

'76উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, সালিশ চুক্তিতে কোনও বিরোধের বিষয় কখন সালিশযোগ্য নয় তা নির্ধারণের জন্য আমরা একটি চার স্তরের পরীক্ষার প্রস্তাব দিতে চাইঃ

(1) যখন পদক্ষেপের কারণ এবং বিরোধের বিষয় "সর্বজনীন" এর ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত হয়, তা "সর্বজনীন" এর অধিকার থেকে উদ্‌ভূত ব্যক্তিগতভাবে অধস্তন অধিকারের অন্তর্গত অধিকারের সাথে সম্পর্কিত হয় না।

(2) যখন পদক্ষেপের কারণ এবং বিরোধের বিষয় তৃতীয় পক্ষের অধিকারকে প্রভাবিত করে এবং প্রভাব থাকে তখন কেন্দ্রীভূত বিচারের প্রয়োজন হয়, এবং পারস্পরিক বিচার যথাযথ এবং প্রয়োগযোগ্য হবে না।

(3) যখন পদক্ষেপের কারণ এবং বিরোধের বিষয় রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য সার্বভৌম এবং জনস্বার্থের কাজগুলির সাথে সম্পর্কিত এবং তাই পারস্পরিক বিচার প্রয়োগযোগ্য হবে না।

(4) যখন বিরোধের বিষয় স্পষ্টভাবে বা প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা বাধ্যতামূলক আইন (গুলি) অনুসারে অসালিশ-যোগ্য হয়।

(5) এই পরীক্ষাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় , একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বরং যখন সামগ্রিকভাবে এবং যৌক্তিকতার সাথে প্রয়োগ করা হয় তখন কোনও বিরোধ বা বিষয় যদি ভারতীয় আইন অনুসারে অসালিশ- যোগ্য হয় ,তা নিশ্চিত ভাবে নির্ধারণ করতে সহায়তা করে। কেবল তখনই যখন উত্তরটি ইতিবাচক হয় যে বিরোধের বিষয়-বস্তুটি অসালিশ- যোগ্য হবে।

* * *

78উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে,আমরা এন রাধাকৃষ্ণণের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করছি [এন রাধাকৃষ্ণন বনাম মেস্ট্রো ইঞ্জিনিয়ার্স, (2010) 1 এসসিসি 72: (2010) 1 এসসিসি (সিভ) 12]: (2010 এআইআর এসসিডাব্লু 331) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ করে **যে জালিয়াতির অভিযোগগুলি যখন** কোনও দেওয়ানি বিরোধের সাথে সম্পর্কিত হয় তখন সালিশের বিষয় হতে পারে না। এটি কেভিয়াট সাপেক্ষ যে জালিয়াতি, যা সালিশ ধারাকে কলুষিত ও অকার্যকর করে তুলবে, তা অ-সালিশ সম্পর্কিত একটি দিক। [এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড বনাম সতপাল সিং বকশী, 2012 এসসিসি অনলাইন ডেল 4815: (2013) 134 ডি.আর . জে 566]: (এ. আই. আর. অনলাইন 2012 ডি. ই. এল 70)-এ দিল্লি হাইকোর্টের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চের সিদ্ধান্তকেও আমরা খারিজ করে দিয়েছি, যেখানে বলা হয়েছে যে, ডি. আর . টি আইনের অধীনে ডি. আর . টি দ্বারা যে বিরোধগুলি নিষ্পত্তি করা হবে সেগুলি সালিশযোগ্য। এগুলি অশালিশ - যোগ্য।

জোর দেওয়া হল।

13.সুপ্রিম কোর্ট, বিদ্যা দ্রোলিয়া (এ. আই. আর. **অনলাইন 2020 এস. সি** 929) (উপরোক্ত) মামলায়, রশিদ রাজা (এ. আই. আর. **অনলাইন 2019 এস. সি** 1046) (উপরোক্ত) এবং অ্যাভিটেল পোস্ট স্টুডিওজ লিমিটেড **(এ. আই. আর 2020 এস.** সি (সাপ) 470) (উপরোক্ত)-এর ক্ষেত্রে গৃহীত মতামতের সঙ্গে একমত হয়েছে।উপরন্তু, বিদ্যা দ্রোলিয়া (উপরে উল্লিখিত) মামলায় আদালতও ব্যাখ্যা করেছে, যেমনটি উপরের অংশটি পড়ে প্রতীয়মান হয়, সালিশ সম্পর্কিত আইনটি বলে যে নির্দিষ্ট ধরনের জালিয়াতির অস্তিত্ব বিষয়টিকে অ - সালিশ যোগ্য করে তুলবে।

যাইহোক, অ - সালিশ যোগ্যতার বিবেচনা করতে হবে রশিদ রাজা (পূর্বোক্ত) এবং অ্যাভিটেল পোস্ট স্টুডিওজ লিমিটেড (পূর্বোক্ত)-এর অন্যান্য দুটি মামলার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।এই সমস্ত রায়গুলির একটি সামগ্রিক পাঠ আইনকে অ- সালিস যোগ্য আইনশাস্ত্রের ক্ষেত্রকে আলোকিত করবে, যা বরং অনিশ্চয়তা পূর্ণ।এটি কেবলমাত্র স্পষ্ট পরিস্থিতিতে যেখানে আদালত নির্ভুল ভাবে খুঁজে পায় যে চুক্তি বা সালিশ ধারার অস্তিত্ব

নেই, যেমন, যে পক্ষের বিরুদ্ধে লঙ্ঘনের অভিযোগ করা হয়েছে এবং সে চুক্তিতে প্রবেশ করেনি তখন আদালত বিষয়টি অ- সালিস যোগ্য বলে মনে করবে এবং বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠাতে অস্বীকার করবে।

উপসংহার

14.মনে করা হচ্ছে যে অর্থটি প্রতিবাদী নং-১ এর অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী 28,2000 তারিখের চুক্তির মাধ্যমে বিবাদী নং 4-কে বিবাদী নং 1 এর এর ব্যবসা চালানোর এবং বিবাদী নং 2 কে বিবাদী নং 1 এর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল।উপরন্তু, 2015 সালের 15ই জুলাই এই চুক্তিটি দশ বছরের জন্য পুনর্নবীকরণ করা হয়।

আমার মতে, উপরের তথ্যগুলি বিবেচনা করার পরে, একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যে উত্তর দাতা বিবাদী গন দ্বারা চুক্তিটি করা হয়নি।তদনুসারে, বিবাদী দ্বারা অর্থের অপব্যবহারের অভিযোগগুলি আন্তঃপক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ উত্থাপন করে এবং এই বিষয়ে ফৌজদারি কার্যধারার নিছক সম্ভাবনা বা অস্তিত্ব বিরোধটিকে অ- সালিস যোগ্য করে তুলবে না।

অতএব, বিষয়টি সালিশের কাছে পাঠানো উচিত।

15. তদনুসারে, আমি শ্রীমতি রাধিকা সিংকে, উকিল (মোবাইল নং। 9831090675) পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য একমাত্র সালিসকারী হিসাবে নিযুক্ত করছি ।এই নিয়োগ আজ থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে এই আদালতের আদিম বিভাগের (অরিজিনাল সাইড) রেজিস্ট্রারের কাছে আইনের ষষ্ঠ তফসিলে নির্ধারিত ফর্মে ধারা 12 (1)-এর পরিপ্রেক্ষিতে সালিসকারীর দ্বারা ঘোষণা জমা দেওয়া সাপেক্ষে।

16. অতএব এ. পি. 200 অফ 2022 অনুমোদিত এবং নিষ্পত্তি করা হল।

17. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী মেনে চলার পরে পক্ষগণকে দেওয়া হবে।

সেই মোতাবেক আদেশ প্রদান করা হল।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.